কবি শার্ল বোদলেয়ার / অনুবাদ : যশোধরা রায়চৌধুরী

কুকুর ও আতরের শিশি

"আমার সোনা কুকুর, আমার আদুরে ভৌ ভৌ।
আমার আহ্লাদি তু-তু, আয় আয়।
শহরের শ্রেষ্ঠ সুগন্ধির দোকান থেকে কেনা
এই চমৎকার আতরটা শুঁকে যা দেখি!"

আর সেই কুকুর আসে লেজ নাড়তে নাড়তে।
ওই লেজ যা কিনা আমার বিশ্বাসে
ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এক গাল হাসির
সমতুল্যই... কাছে এসে কৌতূহলী হয়ে ভিজে
নাকটা খোলা শিশিটার মুখের কাছে রাখে।
তারপর হঠাৎ পিছিয়ে যায় প্রচণ্ড ভয়ে
আঁতকে উঠে, আমার বিরুদ্ধে তার তিরস্কার
জানাতে গর্জন করে ওঠে।

"আহ! হতভাগা কুত্তা। এখন যদি তোকে এক
দলা পুরীষ এনে দিতাম কত না ফুর্তি পেয়ে
শুঁকতিস, হয়তবা খেয়েই ফেলতিস।
এভাবেই, একেবারে এরকমই... আমার দুঃখী
জীবনের হাভাতে সঙ্গীরা, তোরা সব সেই
জনসাধারণেরই মত—সূক্ষ্ম সুবাসে ভরা
আতর এনে দিলে যারা হতাশ হয়ে পড়ে।
যত্ন করে খুঁজে খুঁজে আনা আবর্জনাই যাদের পছন্দ।"